দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 28 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

অমিত রায় চৌধুরী

শিক্ষাঙ্গনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ফলপ্রসূ তদারকি চাই

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা বিষয়ে নানা আলোচনা মানুষের ভাবনা কেন্দ্রে আবর্তিত হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, জনবল নিয়োগকাঠামো, কারিকুলাম, পাঠদান, পরীক্ষা পদ্ধতি, ফলাফল, ভর্তি, প্রযুক্তির ব্যবহার, দুর্নীতি নিরোধ, দেশপ্রেম– সব বিষয়ে স্তরভিত্তিক অংশীজনের অভিমত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে মাঠপর্যায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে গোটা ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করার আন্তরিক চেষ্টা লক্ষ করা গেছে। কিন্তু মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য অর্জন কিংবা পরিস্থিতির সন্তোষজনক অগ্রগতি বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এখনো সন্তোষজনক নয়।

সরকারের সদিচ্ছা, সাধু উদ্যোগ ও সাহসী পদক্ষেপগুলো কী কী কারণে তীব্র প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে পারে সে বিষয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করতে চাই। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধানত তিন শ্রেণির উপকারভোগী আছে। এক. শিক্ষার্থী, দুই. শিক্ষক, তিন. অভিভাবক। সমাজের সিংহভাগ যখন আগ্রাসী দুর্নীতি ও সর্বাত্মক ভোগের সংস্কৃতিতে নিমগ্ন, তখন বৈষয়িক লক্ষ্যই নির্ধারণ করে গন্তব্যপথ। সে অবস্থায় কিছু বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম বাদে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের লক্ষ্য এক ন্যূনতম বিনিয়োগে সর্বোচ্চ মুনাফা। সে ক্ষেত্রে কালবিলম্ব না করে এই জটিল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সুপরিকল্পিত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য মন্ত্রণালয় অনেক করণীয় স্থির করেছে, একে একে সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতির ধারাবাহিকতায় শিক্ষা আইন প্রণয়ন, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা, স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক নিয়োগ, নিরন্তর শিক্ষক প্রশিক্ষণ, যত্রতত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি না দেওয়া, পরিচালনা পরিষদে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, সেশনজটমুক্ত করা, অনলাইনে ভর্তি, নিবন্ধন, হাজিরা, প্রবেশপত্র সংগ্রহ, ফলাফল, পুনর্নিরীক্ষণ সম্পন্ন করা, ভর্তি, ফরম পূরণ বা যে কোনো খাতে অঞ্চলভেদে ফি গ্রহণের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করা, শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি, পাঠদান আকর্ষণীয় ও মানসম্মত করতে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার, সৃজনশীল পাঠদানে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইন-হাউস ট্রেনিং ও প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতি চালু করা, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার, একই পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতিকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি বিপুল তারুণ্যকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে জাতীয় ইস্যুতে সম্পৃক্ত করার মতো যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তদসত্ত্বেও কেন আমরা প্রত্যাশিত লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারছি না– সেটি ভেবে দেখতে হবে।

আমরা যদি আনুপাতিক অর্জনগুলো বিশ্লেষণ করি, দেখতে পাব গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে শিক্ষাসেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় এনরোলমেন্ট বেড়েছে, ঝরেপড়া কমেছে, পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার এমনকি সিজিপিএ বৃদ্ধিও ঘটেছে। দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে যেমন মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষার বিকল্প নেই, অন্যদিকে মননশীলতার বিকাশ কাঙ্ক্ষিত না হলেও মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নও সম্ভব নয়। দুটি ক্ষেত্রেই আমাদের সাফল্য কতটা তা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

অবক্ষয়িত মূল্যবোধে আক্রান্ত সমাজমানস শিক্ষার্থীর সঠিক চাহিদা নিরূপণ করতে পারে না, শিক্ষকও সেখানে প্রয়োজনমাফিক সরবরাহ নিশ্চিত করতে অপ্রস্তুত কিংবা অনাগ্রহী। শ্রমের মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন, চর্চার মধ্য দিয়ে ঘাটতি লাঘব কিংবা সেবা প্রদানের সামাজিক দায় অনুভব করা কষ্টকল্পনা বৈ আর কিছু নয়। তাই প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা যদি শিক্ষাসেবার মানোন্নয়নে ব্যবহৃত না হয়, ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুতি যদি নিয়ম রক্ষার হাতিয়ার হয়, বিশেষ করে পাঠদান, প্রশ্ন প্রশ্নন ও মূল্যায়ন মেধা সৃজনশীল পাঠ্যক্রম অনুযায়ী আদর্শ ও অঙ্গীকারের জায়গা থেকে না আসে তবে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাম্প্রতিক সময় নতুন এক আগ্রাসন মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তা হলো ধর্মীয় উগ্রবাদের বিস্তার। নানাবিধ মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা দূর করে আত্মপরিচয় ও মূল্যবোধের শক্ত ভিত নির্মাণ করতে হবে। বিপুল তারুণ্যাশ্রয়ী শিক্ষাঙ্গনে দেশপ্রেম, বিজ্ঞানমনস্কতা ও জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটিয়ে সুস্থ সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। সে ক্ষেত্রেও নিবিড়, নিরন্তর ও সমন্বিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মৌলিক, বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে যে বিশাল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাকে সবাই মান্যতা দেয়। বিগত সময়ে একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্যকে ধারণ করে শিক্ষা নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা কাঠামোগত অথবা গুণগত পরিবর্তনের চেষ্টা দেখা যায়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রত্যাশায় অনেক দৃঢ় ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে মনে করি আয়োজনের সাফল্য অধিকাংশই নির্ভর করবে স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক, একাডেমিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে তত্ত্বাবধানের ওপর। প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী– এমনকি অভিভাবককে পর্যন্ত নিয়মিত জবাবদিহিতার নাগালে আনতে না পারলে সরকারের সব মহৎ উদ্যোগ প্রত্যাশিত সাফল্য নাও পেতে পারে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি যখন মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে, এমডিজির বিভিন্ন সূচকে তাক লাগানো সাফল্যের পর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা বদ্ধপরিকর, তখন মানসম্মত শিক্ষায় সমৃদ্ধ বাংলার সম্ভাবনাময় তারুণ্য একটি ক্ষুধামুক্ত, শান্তিময় ধরিত্রী নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে– এ আকাঙ্ক্ষা সর্বজনীন। আর সে জন্য আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে যার যতটুকু করণীয় তার সবটাই নিংড়ে দিতে হবে– এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণের এখনই সময়।

□ অমিত রায় চৌধুরী, অধ্যক্ষ, ফকিরহাট ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়